৩৭২

ভোরের কাগজ

তারিখ JAN. 1 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মহিলা কোটা

বিগত সরকারের আমলে এক সংশোধনীতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬০% মহিলা শিক্ষিকার কোটা পাস করা হয়। একই সঙ্গে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি পর্যন্ত কমিয়ে আনা হয়। পক্ষান্তরে পুরুষদের ক্ষেত্রে চাওয়া হয় ডিগ্রি বা সমমানের যোগ্যতা। বিজ্ঞমহলের এটা কি বিমাতাসুলভ আচরণ নয়? পুরুষের মতো মহিলাদের ক্ষেত্রে কমপক্ষে উচ্চ মাধ্যমিক যোগ্যতা হলেও কিছুটা সামঞ্জস্য বজায় থাকতো। একজন এসএসসি পাস শিক্ষিকার সঙ্গে সহকর্মী হিসেবে ডিগ্রি বা স্নাতকোত্তর শিক্ষককে কিভাবে মানিয়ে চলা সম্ভব?

দেখা গেছে, ৬০% মহিলার জন্য যোগ্য প্রার্থী অনেক ক্ষেত্রে পূরণ হয় না। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির এক বৈঠকে ৬০% মহিলা কোটা ১ বছরের জন্য স্থগিত রাখার সুপারিশ করা হয়েছে।

আমাদের আবেদন সকল প্রকার কোটা তুলে দিয়ে মহিলাদের যোগ্যতা আরো একধাপ উন্নীত করে

সঠিক যোগ্য প্রার্থীদের বেছে নেওয়া হোক।

প্রহলাদ হীরা
এমএসসি শেষ বর্ষ (গণিত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে খাদ্য নিয়ে দুর্নীতি ও অনিয়ম বন্ধের লক্ষ্যে শিক্ষকদের বদলে খাদ্য উত্তোলন ও বিতরণের দায়িত্ব পাচ্ছে ডিলাররা। তাহলে মনে হচ্ছে ডিলাররা সম্পূর্ণরূপেই দুর্নীতিমুক্ত, তাই নয় কি?

বাপ্পা ঘোষ চৌধুরী
আহ্বায়ক
ভোরের কাগজ পাঠক ফোরাম
সিলেট।